

বিশুদ্ধ পরিচালক ও শিক্ষকদের পালনীয় জরুরী নিয়মাবলী

- ১। বিশুদ্ধ পরিবারের পরিচালক ও শিক্ষক বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করবে না। মেমো/রসিদ ছাড়া অর্থ লেন-দেন করবে না এবং নিজ ডাইরীতে লিখে রাখবে। রাষ্ট্রদ্রোহী, ইসলাম পরিপন্থী ও নারীঘটিত আপত্তিজনক কোন কাজে জড়িত হবে না। মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজি ও চোগলখোরি করবে না। হারাম ব্যবসা থেকে বিরত থাকবে।
- ২। জুন ২০১৩ সালের স্মরণিকা'র শিক্ষক ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক বিশুদ্ধ পদ্ধতির কোন ক্লাস করতে পারবে না। যারা স্মরণিকা প্রকাশের পরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন, তাদেরকে ব্যাচ দেয়ার পূর্বে কেন্দ্রের পরিচালকদের শিটে বায়োডাটা ও ছবি জমা দিয়ে সভাপতির অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারবেন।
- ৩। কোন পরিচালক বা শিক্ষক বিশুদ্ধ পদ্ধতির কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলাম নির্ধারিত মূল্যের কম বা বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে পারবে না। নির্ধারিত মূল্যের কম বা বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে হলে শিক্ষকগণ পরিচালককে জানাবেন এবং পরিচালক কেন্দ্রীয় মাসিক তালিম অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মূল্য পাস করে নিবেন। অন্যথায় ধোঁকাবাজি হিসাবে গণ্য হবেন।
- ৪। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে শিক্ষককে তাদের জেলায় ও পরিচালককে কেন্দ্রের মাসিক তালিম অনুষ্ঠানে অবশ্যই হাজির হতে হবে। মাসিক তথ্য রিপোর্ট ফরম জমা দিয়ে পরিচালক অনুষ্ঠানে ঢুকবেন। অনুষ্ঠানের মূল আলোচ্য বিষয় হলঃ

পরিচালকদের জন্যঃ ১। দক্ষ পরিচালক হওয়ার কৌশল শিক্ষা গ্রহণ। ২। দক্ষ শিক্ষক তৈরির কৌশল শিক্ষা গ্রহণ। ৩। শিক্ষকদের পরিচালনার নতুন আদেশ ও নিষেধ জানা।

শিক্ষকদের জন্যঃ ১। প্রথম ৩০ মিনিট সূরা কিরআত মাসক্। ২। দ্বিতীয় ৩০ মিনিট কুরআন শিক্ষা বই আলোচনা। ৩. তৃতীয় ৩০ মিনিট নির্ধারিত গজলের মাসক্। ৪. চতুর্থ ৩০ মিনিট নির্ধারিত ছন্দের মাসক্। ৫. পঞ্চম ৩০ মিনিট উপদেশমূলক আলোচনা। ৬. ষষ্ঠ ৩০ মিনিট কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলাম এর লেন-দেন পরিশোধ। ৭. সপ্তম ৩০ মিনিট বিভিন্ন সমস্যার প্রশ্ন-উত্তর।

পর পর তিন মাস, পরিচালক কেন্দ্রে এবং শিক্ষকগণ জেলায় মাসিক তালিম অনুষ্ঠানে হাজির না হলে তার পরিচালক পদ এবং শিক্ষক পদ স্থগিত হবে এবং কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলাম হতে পরিচালক ও শিক্ষকদের শতকরা ৫০% কমিশন কেটে রাখা হবে।

- ৫। সভাপতি কোন কারণে মাসিক জেলা তালিম অনুষ্ঠানে হাজির হতে না পারলেও পরিচালক নিজ দায়িত্বে পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মাসিক জেলা তালিম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন।

- ৬। ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, হাদিয়া (বেতন) হতে শতকরা ১৫ টাকা, সবক ও বিদায় অনুষ্ঠান হতে শতকরা ৪০ টাকা শিক্ষকদের নিকট হতে পরিচালক গ্রহণ করবেন। কোন শিক্ষক এর চেয়ে বেশি পরিমাণ স্বেচ্ছায় প্রদান করলে তা পরিচালক গ্রহণ করতে পারবেন।
- ৭। শিক্ষক তার সবক ও বিদায় অনুষ্ঠানে অবশ্যই পরিচালককে হাজির করবেন। কোন কারণে পরিচালক হাজির হতে না পারলে অবশ্যই তার মনোনীত কাউকে পাঠাবেন।
- ৮। মুদ্রণ, পরিবহন, অন্যান্য সমস্যা ও কুরআন শিক্ষাকে গতিশীল করার জন্য প্রত্যেক পরিচালক তার শিক্ষকদের ১মাসের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলাম জেলা অফিসে সংরক্ষণ করবেন। কোন পরিচালক শিক্ষকদের নিকট হতে কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলামের জন্য অগ্রিম কোন টাকা গ্রহণ করতে পারবেন না।
- ৯। পরিচালককে মাসে ১জন নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণে পাঠাতে হবে। বছরে ১২ জনের অধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে পাঠালে তাকে ১০০০০ টাকা পুরস্কার এবং ৫ জনের কম শিক্ষক প্রশিক্ষণে পাঠালে ৫০০০ টাকার পয়েন্ট কর্তন করা হবে। কোন শিক্ষক বছরে ২ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রশিক্ষণে পাঠালে পরিচালক তাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন।
- ১০। পরিচালক তার শিক্ষক ছাড়া অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে এবং শিক্ষক তার পরিচালক ছাড়া অন্য পরিচালকের কাছ থেকে কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলাম ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না। শিক্ষক তার পরিচালকের নিকট হতে কারিকুলাম না পেলে অথবা দেরি দেখলে অবশ্যই কেন্দ্রে সভাপতিকে জানাবেন।
- ১১। ৫জন শিক্ষক পরিচালনাকারী সম্ভাব্য পরিচালক হিসাবে কমিশনের ৫০% পাবেন। জুন ২০১৩ইং এর মধ্যে অবশ্যই ১০জন শিক্ষক পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় অনেক সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে।
৫ হতে ১০জন শিক্ষক পরিচালনাকারী ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে কমিশনের ৭৫% পাবেন। জুন ২০১৩ইং এর মধ্যে অবশ্যই ১৫জন শিক্ষক/শিক্ষিকা পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় অনেক সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে।
১০ হতে ৫০জন শিক্ষক পরিচালনাকারী পরিচালক হিসাবে পরিচালক কমিশনের ১০০% পাবেন। ৫০জন শিক্ষক পরিচালনাকারীকে কমপক্ষে ২০০০০ টাকার পুরস্কার দেয়া হবে। পরিচালক সাধ্যমত শিক্ষকদের পুরস্কার দিবেন। যে কোন পুরস্কার কেন্দ্র পরিচালকদের, পরিচালক তার শিক্ষকদের, শিক্ষক তার ছাত্রদের দিবেন।
কোন শিক্ষককে সাম্ভাব্য, ভারপ্রাপ্ত কিংবা পরিচালক হতে হলে বিশুদ্ধ পরিবারের বাইরের নতুন শিক্ষক সংগ্রহ করতে হবে। অন্য কোন পরিচালকের কোন শিক্ষক নিয়ে কেউ সাম্ভাব্য, ভারপ্রাপ্ত কিংবা পরিচালক হতে পারবে না।
- ১২। এক পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ হতে অন্য পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কোন শিক্ষক যেতে চাইলে ঐ শিক্ষকের পূর্বের পয়েন্টে জমাকৃত অর্থ কল্যাণ ফান্ডে চলে যাবে। এরপর নতুন পরিচালকের অধীনে নতুন করে পয়েন্টের হিসাব শুরু হবে। কোন শিক্ষক, সম্ভাব্য পরিচালক, ভারপ্রাপ্ত

পরিচালক ও পরিচালক নিজের ইচ্ছায় বিগুহ পরিবার ছেড়ে চলে গেলে পয়েন্টে জমাকৃত অর্থ কল্যাণ ফান্ডে চলে যাবে। অন্যায় কোন কারণ ছাড়া স্বাভাবিক ভাবে বিদায় করা হলে (বহিষ্কার না করা হলে) পয়েন্টে জমাকৃত অর্থ নিয়ে যেতে পারবেন।

১৩. কোন পরিচালক বা তার নিয়ন্ত্রণে কোন শিক্ষক অনুদান/কুপনের টাকা উত্তোলন করতে না চাইলে অথবা না পারলে, প্রত্যেক মাসে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে পরিচালক কেন্দ্রের তালিম অনুষ্ঠানের পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট রসিদের মাধ্যমে জমা দিবেন।
- ১৪। পরিচালক ও শিক্ষকগণকে প্রতি মাসে ৩০ টাকা করে কল্যাণ ফান্ডে জমা দিতে হবে। পর পর তিন মাস কল্যাণ ফান্ডে টাকা জমা না দিলে, কল্যাণ ফান্ড হতে তার নাম বাতিল হবে। ফলে কল্যাণ-এর বিভিন্ন সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে।
- ১৫। পরিচালক শিক্ষকদের তিলাওয়াতের দুর্বলতা কাটানোর জন্য সহযোগিতা করবেন। যদি পরিচালকের সহযোগিতায়ও দুর্বলতা কাটানো সম্ভব না হয় তবে কেন্দ্রের সভাপতিকে জানাবেন। সভাপতি ঐ শিক্ষকের দুর্বলতা দূর করতে ব্যবস্থা নিবেন।
- ১৬। পরীক্ষা, অসুস্থতাসহ উপযুক্ত কোন কারণে কোন পরিচালক যদি ছুটিতে যেতে চান; তবে কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে এবং শিক্ষক কমপক্ষে ১ মাস পূর্বে চার্ট, কার্ড জমা দিয়ে সভাপতিকে জানাবেন এবং পরিচালক শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় কুরআন ও অন্যান্য কারিকুলাম সরবরাহ করে ছুটিতে যেতে পারবেন। শিক্ষক ছুটি শেষে ফিরে সভাপতির নিকট লিখিত দরখাস্ত করে চার্ট, কার্ড ফেরত নিয়ে আবার ক্লাস শুরু করতে পারবেন।
- ১৭। পরিচালক কোন গোপন ক্লাসের সন্ধান পেলে যতদ্রুত ঐ শিক্ষক প্রত্যাহার করে নতুন শিক্ষক দিয়ে ঐ ক্লাস সমাপ্ত করাতে পারবেন। কোন পরিচালক ও শিক্ষকের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হলে যত দ্রুত সম্ভব উভয়ই সভাপতিকে জানাবেন।
- ১৮। শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট আবেদন ফরমে আবেদন গ্রহণ করে; ভর্তি ফরমের মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করবেন। অবস্থাসম্পন্নদের জন্য ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন ২০০ টাকা, মধ্যবিত্তদের জন্য ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন ১৫০ টাকা, গরিবদের জন্য ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন ১০০ টাকা এবং এতিমদের জন্য ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন ফ্রি।
- ১৯। ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যার উপর শিক্ষক ক্লাসের সময় নির্ধারণ করবেন। ছাত্র/ছাত্রী ২০ জনের কম হলে ১ ঘণ্টা, ২০ হতে ৫০ জন হলে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, ৫০ জনের বেশি হলে ২ ঘণ্টা ক্লাস করাবেন। দক্ষ ছাত্র/ছাত্রী তৈরির জন্য একটি ব্যাচ কমপক্ষে ৫ মাস পড়াতে হবে। প্রথম ৩ মাস শুধু কুরআন শিক্ষা দিবেন। পরবর্তী ১ মাস পূর্ণাঙ্গ সহি নামায শিক্ষা দিবেন। পরবর্তী ১মাস মাসনুন, দোআ ও আমল মুখস্থ করাবেন। কেন্দ্র হতে নির্ধারিত এ ৫মাস মেয়াদী কোর্সের কম বেশি করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই পরিচালকের সাথে আলোচনা করতে হবে। প্রতিটি ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে কুরআন খতম করানো, নামায শিক্ষা দিয়ে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস করানো ও দোয়া কালাম মুখস্থ করানো প্রত্যেক শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব।